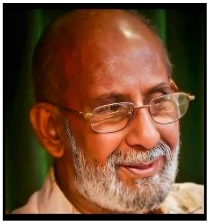

আল্লাহ সর্বশক্তিমান

মেজর জেনারেল ও রাষ্ট্রদূত

আমসাআ আমিন এনডিসি, পিএসসি (অবঃ)

প্রতিক

নৈতিক সমাজ, রাজনীতি ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ও উন্নত কুড়িগ্রাম এবং শক্তিশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলার একটি রুপকল্প

ভিশন ঃ উন্নত বিশ্বের মত সবার জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে। দেশ হবে স্বাধীন-সার্বভৌম এবং অর্থনৈতিক ও সামরিক ভাবে শক্তিশালী। ৮ম বৃহত্তম বাংলাদেশ হতে পারে ৮ম বৃহত্তম অর্থনীতি ।

মিশন ঃ ১। দুর্নীতি শূন্য রাজনীতি; ২। দুর্বৃত্তায়ন শূন্য সমাজ; ৩। দুঃশাসন শূন্য প্রশাসন; ৪। দারিদ্র ও বেকারত্ব শূন্য দেশ। এ জন্য দরকার **বৈপ্লবিক রাজনৈতিক সংস্কার ও আইনের শাসন**।

অঙ্গীকার ঃ ১। সৎ, মেধাবী ও দক্ষ নেতৃত্ব সৃষ্টি; ২। সমাজ ও জাতীয় চরিত্র পুনর্গঠন; ৩। জুলাই বিপ্লবের আলোকে স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র নির্মূল; ৪। রাষ্ট্র পরিচালনায়, প্রশাসনে ও সকল প্রতিষ্ঠানে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন নিশ্চিত করণ। **এসব ভিশন, মিশন, অঙ্গীকার বাস্তবায়নে গড়তে হবে ঐক্যমত।**

★ ত্রয়োদশ নির্বাচনের ২১ দফা ইশতেহার ★

১। অতীতের মত বর্তমানেও আমার ব্যক্তিগত অঙ্গীকার হল ঃ **"আমি চুরি করব না, ঘুষ খাবো না, দুর্নীতি করবো না। আমরা দুর করবো চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, সিন্ডিকেটবাজি ও মাদক ব্যবসা।** গড়বো ৭১ এর অঙ্গীকার - **"সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার; ধারন করবো ২৪ এর গণঅভ্যুত্থান"।**

২। দারিদ্র, বেকারত্ব ও নদী ভাঙ্গন কুড়িগ্রামের সবচেয়ে বড় সমস্যা। ২০২৬ সালেই শুরু করে ৩/৫ বছরেই স্থায়ী সমাধানের প্রাণপন প্রচেষ্টা থাকবে।

৩। কৃষক, দিন মজুর, রিক্সা-ভ্যান চালক, ইমারত শ্রমিক, মোটর শ্রমিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের সমস্যা সমাধানে সবার সাথে নিয়মিত ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ করা হবে, কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে। ব্যবসা বান্ধব ও দুর্নীতি মুক্ত পরিবেশ হবে এবং বিশেষ ভাবে বিনিয়োগ আকর্ষণ করা হবে।

৪। প্রাথমিক স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজ শিক্ষকবৃন্দের মান-মর্যাদা এবং বেতন ভাতা বাড়াতে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে। কুড়িগ্রামে নৈতিক জাগরণ, শিক্ষার পরিবেশ ও মান উন্নত করা হবে।

৫। ইন্টারনেট প্রযুক্তি, রোবটিক্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), আউট সোর্সিং ইত্যাদি আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য **"অলাভজনক"** ও বিশেষ **"প্রশিক্ষণ একাডেমি"** করা হবে।

৬। সকল ক্ষেত্রে মানব সম্পদ উন্নয়নে, মেধার বিকাশে ও দক্ষতা সৃষ্টিতে বিভিন্ন পেশাগত/প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেয়া হবে। পলিটেকনিক শিক্ষা উন্নত করা হবে।

৭। বিদেশে মানব সম্পদ রপ্তানিতে ও রেমিট্যান্স আয়ে কুড়িগ্রামের অংশ খুবই কম। দুর্নীতি মুক্ত ভাবে এ উদ্যোগ নেয়া হবে যাতে অল্প ব্যায়ে সবাই বিদেশে যেতে পারেন; কুড়িগ্রামের অর্থনীতি বাড়ে।

৮। ইউনিয়নে, উপজেলায়, পৌরসভায়, সড়ক, সেতু, পরিবহন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সকল স্থানীয় উন্নয়নে মাস্টার প্ল্যান করা হবে। পৌরসভা, সদর, রাজারহাট, ফুলবাড়ি - সবার সমান সুযোগ থাকবে।

৯। নারী ও শিশু উন্নয়নে এবং নারী উদ্যোগ সৃষ্টিতে বিশেষ ও বলিষ্ঠ উদ্যোগ কার্যকর করা হবে।

১০। জেলা, উপজেলায়, ইউনিয়ন পরিষদে ও পৌরসভায় স্বজনপ্রীতি মুক্ত ভাবে ও দলমত নির্বিশেষে বরাদ্দ দেয়া হবে। যোগ্যতার ভিত্তিতে সবাই পাবেন সমান সুযোগ।

১১। চরাঞ্চলের মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগ নিরসনে/উন্নয়নে বিশেষ ভাবে সরকারি, বেসরকারি ও এনজিও উদ্যোগ নেয়া হবে। **চর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান** দুর্নীতি মুক্ত ও কার্যকর করা হবে।

১২। কুড়িগ্রামে শিল্প কলকারখানা নেই। কৃষি শিল্প, টেক্সটাইল, গার্মেন্টস ইত্যাদি উদ্যোগ সৃষ্টি করা হবে। পুজি গঠনে গড়ে তোলা হবে **"কুড়িগ্রাম ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বা ফান্ড"**। বিনিয়োগ আনা হবে।

১৩। পৌর, ইউনিয়ন ও উপজেলায় আমার উপস্থিতিতে সমস্যা সমাধানে দলমত নির্বিশেষে গণ আলোচনা করা হবে; প্রকাশ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া ও কার্যকর করা হবে। মেম্বার/চেয়ারম্যানদের বেতন বাড়ানো হবে। স্থানীয় নির্বাচন হবে নির্দলীয় ভাবে, অহিংস ভাবে। পরিষদ গুলোর ক্ষমতায়ন করা হবে।

১৪। কুড়িগ্রামে বন্যা ও দুর্যোগের সমস্যা সমাধানে বাৎসরিক ছোট ছোট পরিকল্পনার পরিবর্তে স্থায়ী ভাবে সমস্যা সমাধানে পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা **"একনেক"** থেকে পাশ ও কার্যকর করা হবে।

১৫। সংবাদ ও গণমাধ্যম সমাজ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিক বৃন্দের কল্যাণে উন্নত মানের প্রেস ক্লাব গঠনে ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রাতিষ্ঠানিক বহুতল ভবন হবে। ক্লাবের নিজস্ব অর্থ উপার্জন ব্যবস্থায় সহায়তা দেয়া হবে।

১৬। জন-বান্ধব প্রশাসন ও পুলিশ ঐতিহ্য সৃষ্টি করা হবে। দুর্নীতি মুক্ত **"আইনের শাসন"** চলবে। নিয়োগ ব্যবস্থা দুর্নীতি মুক্ত করা হবে। **"সিভিল ডিফেন্স আর্মি"** গঠন করা হবে।

১৭। জাতীয় সংসদে বলিষ্ঠ কণ্ঠে, প্রমাণ ও যুক্তি দিয়ে বক্তব্য রাখা হবে। সীমান্ত রক্ষা ও অর্থনীতি গড়ে তোলা, জাতীয় সার্বভৌমত্ব, পররাষ্ট্র নীতি, জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার বিষয়ে বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা প্রণয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা হবে। **"সীমান্ত জেলায় যুব প্রতিরক্ষা বাহিনী" গড়ে তোলা হবে।**

১৮। জন-বান্ধব প্রশাসনের জন্য **"ফেডারেল ব্যবস্থা"** দরকার। এ জন্য কুড়িগ্রাম থেকে জাতীয় ভাবে জনমত তৈরী শুরু করা হবে। দেশে ৮/১০টি প্রাদেশিক সরকার হবে। **রংপুরও হবে প্রাদেশিক রাজধানী।**

১৯। দায়বদ্ধ সরকার ও সত্যিকার গণতন্ত্র বিনির্মানে, **জনগণের ক্ষমতায়ন** এবং **"রি কল"** অর্থ্যৎ প্রতিনিধি প্রত্যাহার আইন করতে জাতীয় ঐক্যমত তৈরী করা হবে।

২০। **"নেতার চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়"ঃ** এ নীতি বাস্তবায়নে সক্রিয় প্রচারণা চলবে। সৃষ্টি করতে হবে **"কুড়িগ্রাম বাসির ঐক্যমত", "জাতীয় ঐক্যমত"**। গড়ে উঠবে দেশ প্রেমিক রাজনীতি।

২১। এই ইশতেহারে নেই কিন্তু জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় সকল স্থানীয় বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হবে।

নৈতিক সমাজ, রাজনীতি ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য, উন্নত কুড়িগ্রাম ও বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য এবং এ রুপকল্প বাস্তবায়নে সর্ব দলীয় ও সুধী সমাজের সাথে গড়ে তোলা হবে সু-সম্পর্ক।